দৈনিক ইনকিলাব

0 5 JUN 2007

ইউনিক প্রকল্পের উদ্বোধন

দেড় লাখের বেশী শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনা হবে

স্টাফ রিপোর্টার

সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে বেগবান করতে ইউনিক প্রকল্প উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় ১ লাখ ৫৯ হাজার ৬৪০ জন শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনবে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের জাতীয় কর্মসূচিতে অবদানের অংশ হিসেবে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সীরা স্কুলে না যাওয়া, ঝরে পড়া শিশু, ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী শিশু এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছিয়ে পড়া শিশুদের নিয়ে এ কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে।

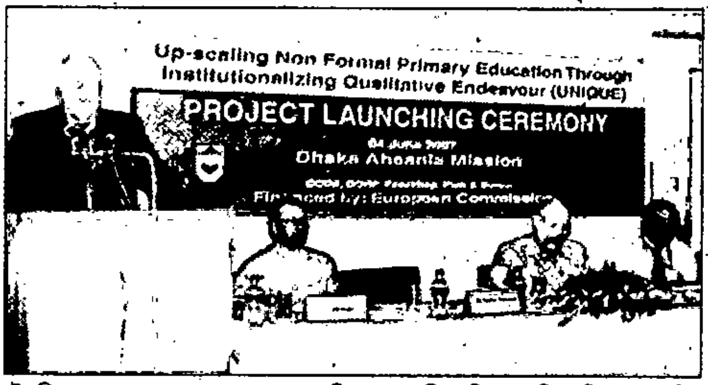

ইনকিলাব ঃ গতকাল (সোমবার) ধানমন্ডিস্থ আহসানিয়া মিশন অডিটোরিয়ামে ইউনিক প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশস্থ ইউরোপীয়ান কমিশনের রাষ্ট্রদূত ড. স্টেফেন ফ্রোইন

গতকাল (সোমবার) ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অডিটোরিয়ামে ইউনিক প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশস্থ ইউরোপীয়ান কমিশনের রাষ্ট্রদূত ড. স্টেফেন ফ্রোইন এ কথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ রফিকুজ্জামান, ইউনিক প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক শফিকুল ইসলাম, মিশনের উপনির্বাহী পরিচালক এম এহ্ছানুর রহমান প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে কাজী রফিকুল আলম বলেন, স্কুলের বাইরে অবস্থানকারী শিশুদের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে 'উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গুণগত প্রচেষ্টাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ' (ইউনিক) প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ৪ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটি ইউরোপীয় কমিশনের সহায়তায় এনজিও প্রতিষ্ঠান প্লান বাংলাদেশ, সিসিডিবি, ডরপ, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ও সুরভিকে সাথে নিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন দেশের চারটি বিভাগের ২৪টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিশুকেন্দ্রীক লিখন ও শিক্ষণ এবং মাল্টিগ্রেড পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষাপ্রদানের পাশাপাশি একটি মানসম্মত টেকসই প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার ও লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এ প্রকল্প বিশেষ অবদান রাখবে বলে উল্লেখ করেন।